Rahara RKM: Class of 1988: Our Story

"Rahara Eighty Eight Degree East Foundation" is a not-for-profit organization run by a group of childhood friends who studied together in Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home, and matriculated in 1988. It is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 12AA as well as 80G.

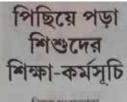


The Foundation primarily supports projects in the areas of Education, Health and Charity. We currently facilitate a Computer and Spoken English Training Program for ninth standard students of Rahara Ashram. A computer lab has been set up for this purpose, and a teacher, engaged by the Foundation, conducts classes twice a week, exposing the students to the world of computers, while also encouraging them to communicate in English.



Under the "Uttoron" initiative, the foundation, in association with local Block Development offices of Haringhata and Budge Budge II, is currently helping a few Shishu Shiksha Kendra's to augment their teaching infrastructure, by engaging teaching staff, monitoring the learning process, and taking various measures to involve the community at large. A new initiative, "Galpogachha", has recently been started, to complement Uttoron, and aims at inculcating reading habits among school children.

From time to time, the Foundation also supports other initiatives such as medical camps and cyclone relief programs. We work closely with like minded organizations, our Alma Mater, the RKM Alumni association and government agencies. All along have received excellent support from our friends of RKM Rahara Class of 88 (more than seventy are direct members) and patronage from various others. With the blessings of Thakur, Maa and Swamiji, we hope our endeavours will continue to bear fruits.



নিজন্ব সংবাদদাতা

হরিপঘাটা

প্রান্তিক এলাকার শিশু শিশু কেন্দ্রে পিছিয়ে পড়া পর্বুয়াদের নিয়ে শুরু হরেছে সান্ধাকালীন পঠনপাঠন। হরিপঘটা রকের বিভিত্ত ও একটি ক্ষেত্রসেবী সংখ্য উদ্যোগী হয়ে এই কর্মসূচি শুকু করেছে।

প্রাথমিক বিপালয় নেই এমন আছিক এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। এই কেন্দ্রগুলিতে মূলত অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের হুলেলমেয়ারাই আনে। ভালের বেশির ভাগাই পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়্যা।

করোনার সময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রেগুলির পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। অধিকালে পভুছাকে বাভিতে পভা পেরিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। অনলাইন ক্লাসের বাবহারে গিয়েছিল। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পভ্যারা নতুন ক্লাকে উঠেছে। কিন্তু নতুন ক্লাকের পভার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তাদের অনেকের কুলমুট হওয়ার আশভাও রয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে এণিরে এসেছেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৮৮ সালের মাধ্যমিক উন্তীপ এক ধল প্রাক্তনী। তাদের ও হরিশ্যাটা বিভিন্তর সহযোগিতায় উন্তর্গ নাম নিয়ে হরিশ্যাটা এলাভায় এই শিশুনের বিশেব পঠনপাঠন কর্মসূচি চালু হয়েছে। হরিশ্যাটার দৃটি শিশু শিক্তা কেন্দ্রের তৃতীয় ও চতুর্গ প্রেণির ১০জন পতুরা আপাতত এই কর্মসূচির আন্তর্গায় এসেছে। শিক্তক নিয়োগ করে হতিদিন সন্ধ্যায় দৃশ্যটা করে পঠনশাইন চলছে।